বিবেক-বাণী।

আচার্য্য শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজির

উপদেশাবলী।

শ্রীরাধারমণ সেন সঙ্কলিত।

মূল্য ৵০ আনা মাত্র।
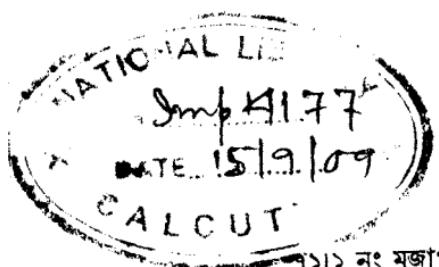
প্রকাশক—

শ্রীরাধারমণ সেন।

২।১ ফাল্গুন দাসের লেন, কলিকাতা।

...১।১ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকা...

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে

শ্রীঅধরচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রি...

উৎসর্গ।

লোকহিতসর্ব্বস্ব,

শ্রীশ্রীঠাকুরের মানস-পুত্র ও লীলা-সহচর,

পরম পূজার্হ

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের

করকমলে

এই পুস্তিকা

ভক্তিভাবে উৎসর্গ করিলাম।

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

নিবেদন।

যে শক্তিমান মহাপুরুষ বর্ত্তমান যুগে এক নূতন ভাবের নূতন স্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার অলৌকিক জীবনী ও অসাধারণ প্রতিভা শিক্ষিত সমাজকে মোহিত করিয়াছে, সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, শঙ্করোপম পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝিবার ও তদাদর্শে জীবন গঠন করিবার উদ্দেশ্যে, আমি তাঁহার অমূল্য উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশিত করিলাম। এই দারিদ্র্যক্লিষ্ট, জীবনসংগ্রামনিরত ভারতবাসী প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার সমস্ত পুস্তক পাঠ করিতে সমৎ নহেন, সেই জন্য যাহাতে স্বল্পায়াসে সকলে তাঁহার অমৃতময় বাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তজ্জন্য

তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আশা করি, ভক্তগণ ও সর্ব্ব-সাধারণে ইহা সাদরে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, এই পুস্তিকার সমগ্র আয় স্বামীজির প্রধানা শিষ্যা সিষ্টার নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়ের সাহায্যে নিয়োজিত হইবে। ইতি—

কলিকাতা। বিনীত

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩২১ সাল। সঙ্কলয়িতা।

সূচীপত্র।

—০:::০—

বিবেক-বাণী।

জাতীয় অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায়।

১। আধুনিক জাতিভেদ প্রকৃত জাতিভেদ নহে; উহা প্রকৃত জাতির উন্নতির অন্তরায়-স্বরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তিই এক এক জাতি—উহা প্রকৃতিগত। (পুরাণেও দেখা যায়, এক পিতার বহু পুত্র প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে) বর্ত্তমান জাতিভেদ ঐ প্রকৃত জাতির উন্নতি ও বিচিত্রগতির স্বাধীনতার ব্যাঘাত করিয়াছে। কোন বদ্ধমূল প্রথা বা বংশানুক্রমিক সুবিধাবিশেষ যথার্থ জাতির

প্রভাবকে অব্যাহত গতিতে যাইতে দেয় না। আর যখনই কোন জাতি এইরূপ বিচিত্রতা প্রসব করে না, তখন উহা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। অতএব আমি আমার স্বদেশবাসি-গণকে এই বলিতে চাই যে, জাতি উঠাইয়া দেওয়াতেই ভারতের পতন হইয়াছে। প্রত্যেক বদ্ধমূল আভিজাত্য অথবা সুবিধাভোগী সম্প্র-দায়ই জাতির প্রতিবন্ধক—উহারা জাতি নহে। জাতি নিজ প্রভাব বিস্তার করুক, জাতির পথে যাহা কিছু বাধা বিঘ্ন আছে, সব ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক—তাহা হইলেই আমরা উঠিব।

৮২। উন্নতির জন্য প্রথম চাই স্বাধীনতা। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, তাই ধর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও

বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা দেহকে শত প্রকার বন্ধনের মধ্যে ফেলিলেন, কাজে কাজেই সমাজের বিকাশ হইল না।

৮৩। উন্নতির মুখ্য সহায় স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়া দাওয়া, পোষাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহার দ্বারা কাহারও অনিষ্ট হয়।

৮৪। সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম

পুরুষার্থ। যে সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত। যে সকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, তাহার সহায়তা করা উচিত।

৫। কোন ব্যক্তি বা জাতি অপর জাতি হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়া বাঁচিতে পারে না। আর যেখানেই শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা বা নীতি (Policy) সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ চেষ্টা হইয়াছে, সেইখানেই যে জাতি আপনাকে পৃথক রাখিয়াছে, তাহারই পক্ষে ফল অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে।

৬। ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান

কারণ, এই জাতির চারিদিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া। প্রাচীন কালে এই আচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দুরা যেন চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বৌদ্ধদের সংস্পর্শে না আসে। ইহার ভিত্তি অপরের প্রতি ঘৃণা। অপরকে ঘৃণা করিতে থাকিলে কেহই নিজে অবনত না হইয়া থাকিতে পারে না।

৭। কোন ব্যক্তি, কোন জাতিই অপরের প্রতি ঘৃণাসম্পন্ন হইলে জীবিত থাকিতে পারে না। যখনই ভারতবাসীরা ম্লেচ্ছ শব্দ আবিষ্কার করিল, ও অপর জাতির সহিত সর্ব্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করিল, তখনই ভারতের অদৃষ্টে ঘোর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। তোমরা ভারতেতর দেশবাসীদের প্রতি উক্ত ভাব পোষণ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইও।

৮। পাশ্চাত্য জাতিগণ জাতীয়-জীবনের যে অপূর্ব্ব প্রাসাদসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেগুলি চরিত্ররূপ স্তম্ভসমূহ অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত। যতদিন না আমরা এইরূপ শত শত উৎকৃষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারিতেছি, ততদিন এই শক্তি বা ঐ শক্তির বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ ও চীৎকার করা বৃথা।

৯। আদানপ্রদানই প্রকৃতির নিয়ম। ভারতকে যদি আবার উঠিতে হয়, তবে তাহাকে নিজ ঐশ্বর্য্য বাহির করিয়া পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর অবিচারিতভাবে ছড়াইয়া দিতেই হইবে এবং ইহার পরিবর্ত্তে অপরে যাহা কিছু দেয়, তাহাই গ্রহণে প্রস্তুত হইতে হইবে।

১০। আমাদের জাতটা নিজেদের বিশেষত্ব

হারিয়ে ফেলেছে, সেই জন্যই ভারতে এত দুঃখ কষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই কর্ত্তে হবে, নীচ জাতকে তুল্‌তে হবে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই তাদের পায়ে দলেছে। আবার তাদের ওঠাবার যে শক্তি, তাও আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে আন্‌তে হবে— খাঁটি হিন্দুদেরই একাজ কর্ত্তে হবে। সব দেশেই যা কিছু দোষ দেখা যায়, তা তাদের দেশের ধর্ম্মের দোষ নয়, ধর্ম্ম ঠিক ঠিক পালন না করার দরুণই এই সব দোষ দেখা যায়। সুতরাং ধর্ম্মের কোন দোষ নাই, লোকেরই দোষ।

১১। তোমরা ধর্ম্মে বিশ্বাস কর বা নাই কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও, তবে তোমাদিগকে এই ধর্ম্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে

হইবে। এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্ম্মকে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিবার, তাহা শিক্ষা কর; কিন্তু মনে রাখিও যে, সেইগুলিকে হিন্দু জীবনের সেই মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে।

১২। আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতেই হইবে। স্বধর্ম্মত্যাগী ও মিশনরিগণের উপদিষ্ট ভাঙ্গাচোরার পথে নয়, আমাদের নিজেদের ভাবে, নিজেদের পথে উন্নতি করিতে হইবে।

১৩। বীর্য্য—বীর্য্যই সাধুত্ব, দুর্ব্বলতাই পাপ যদি উপনিষদে এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা বজ্রবেগে অজ্ঞানরাশির উপর পতিত হইয়া উহাকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে, তবে উহা "অভী"। যদি জগৎকে কোন

ধর্ম্ম শিখাইতে হয়—তাহা এই "অভী"; এই মূল মন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ, ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ।

৴১৪। বীর্য্যবান্ হইবার চেষ্টা কর। তোমাদের উপনিষদ—সেই বলপ্রদ, আলোকপ্রদ দিব্য দর্শনশাস্ত্র আবার অবলম্বন কর, আর এই সকল রহস্যময় দুর্ব্বলতাজনক বিষয় সমুদয় পরিত্যাগ কর। উপনিষদরূপ এই মহত্তম সত্যসকল অতি সহজবোধ্য। যেমন তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে আর কিছুর প্রয়োজন হয় না, ইহাও তদ্রূপ সহজবোধ্য। তোমাদের সম্মুখে উপনিষদের এই সত্যসমূহ রহিয়াছে। ঐ সত্যসকল অবলম্বন কর। এগুলি উপলব্ধি করিয়া কার্য্যে পরিণত কর, তবে নিশ্চয় ভারতের উদ্ধার হইবে।

১৫। আমাদের এখন আবশ্যক—শক্তি-সঞ্চার। আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। সেই জন্যই আমাদের মধ্যে এই সকল গুপ্তবিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, ভূতুড়ে কাণ্ড সব আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেক মহান্ সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু ঐগুলিতে আমাদিগকে প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

১৬। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না; আমাদিগকে উহা বদলাইয়া সবলমস্তিষ্ক হইতে হইবে। তোমরা সবল হও, গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর সমীপবর্ত্তী হইবে। তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে, তোমরা গীতা অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হইলে, তোমরা

শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান্ বীর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

১৭। আমি চাই এমন লোক—যাহাদের শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্ম্মিত হইবে, আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটী মন বাস করিবে, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য্য, মনুষ্যত্ব, ক্ষত্র-বীর্য্য, ব্রহ্মতেজ।

১৮। সত্য ও লোকাচারের মধ্যে আপোষ করিবার ভাব স্পষ্টই ঘোর কাপুরুষতার ফল। বীর হও। যারা আমার উত্তর সাধক, সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে সাহসী হইতে হইবে। কোন মতে কোনও কারণে লেশমাত্র আপোষের ভাব থাকিবে না। পরম শ্রেষ্ঠ সত্য সমগ্র দেশে

আচণ্ডালে বিতরণ কর। সম্মানের হানি অথবা অপ্রিয় বিরোধের ভাবনায় ভীত হইও না। শত প্রলোভনের বিপরীত আকর্ষণ জয় করিয়া যদি তুমি সত্যের সেবা করিতে পার, তবে নিশ্চিত জানিও, তুমি এমন এক দিব্য তেজে পূর্ণ হইবে যে, তাহার সম্মুখে, তুমি যাহা অসত্য জান, তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া লোকে হটিয়া আসিবে। পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত অবিচলিত হইয়া যদি তুমি চৌদ্দ বৎসর সমানভাবে সত্যের সেবা কর, তবে তুমি যাহা বলিবে, তাহা শুনিতে ও বিশ্বাস করিতে লোক বাধ্য; তখন দেশের অশিক্ষিত সাধারণের উপর মঙ্গল বর্ষিত হইবে, তাহাদের সর্ব্ববন্ধন মুক্ত হইবে এবং সমগ্র দেশটী উন্নত হইবে।

৮১৯। দেশের ইতরসাধারণ লোককে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির একটী কারণ। যতদিন না ভারতের সর্ব্বসাধারণে উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতির আন্দোলন করা হউক না কেন, কিছুতেই কিছু ফল হইবে না। যদি আমরা ভারতের পুনরুদ্ধার করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে তাহাদের জন্য কার্য্য অবশ্য করিতে হইবে।

শিক্ষা।

১। বিদ্যা শিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া?—না। নানাবিধ জ্ঞানার্জ্জন?—তাও নয়। যে শিক্ষার দ্বারা ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফুর্ত্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা।

২ মস্তিষ্কের মধ্যে নানা বিষয়ের বহু বহু তথ্য বোঝাই করিয়া, সেগুলিকে অপরিণত অবস্থায় সেখানে সারাজীবন হট্টগোল বাধাইতে দেওয়াকেই শিক্ষা লাভ করা বলে না। সৎ আদর্শ ও ভাবগুলিকে এমন ভাবে সুপরিণাম লাভ করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব, প্রকৃত চরিত্র ও জীবন গঠিত করিতে পারে।

৩। পাঁচটী সৎভাবকে যদি তুমি পরিপাক করিয়া নিজের জীবনে ও চরিত্রে পরিণত করিতে পার, তাহা হইলে যিনি কেবলই একটী পুস্তকাগার কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহা অপেক্ষাও তোমার শিক্ষা অনেক বেশী।

৪। আজকালকার শিক্ষাপদ্ধতি মনুষ্যত্ব গড়িয়া তুলে না, কেবল উহা গড়া জিনিস ভাঙ্গিয়া দিতে জানে। এইরূপ অনবস্থামূলক বা অস্থিরতা-বর্দ্ধায়ক শিক্ষা—কিম্বা যে শিক্ষা কেবল 'নেতি' ভাবই প্রবর্ত্তিত করায়, সে শিক্ষা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর।

৫। আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের আয়ত্তাধীনে আনিতে হইবে এবং সে শিক্ষায় ভারতীয় শিক্ষার

সনাতন গতি বজায় রাখিতে হইবে ও যথাসম্ভব সনাতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

৬। কয়েকটা পাশ দিলে বা ভাল বক্তৃতা কর্ত্তে পার্‌লেই তোদের কাছে শিক্ষিত হলো! যে বিদ্যার উন্মেষে ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ কর্ত্তে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল পরার্থ-তৎপরতা সিংহ-সাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।

৭। আমাদের যুবকগণ যাহাতে বেদসমূহ, বিভিন্ন দর্শন ও ভাষ্যসকল সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা পায়, তাহা করিতে হইবে; উহার সহিত অবৈদিক অন্যান্য ধর্ম্মসমূহের তত্ত্বও তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে।

৮। চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষা যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক হয়, চণ্ডালের ছেলের দশজনের আবশ্যক। কারণ, যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রখর করেন নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম্ম। দরিদ্র, পদদলিত, অজ্ঞ— ইহারাই তোমার ঈশ্বর হউক।

৯। কাহারও সহিত বিবাদ বিতর্কে আবশ্যক নাই। তোমার যাহা শিখাইবার আছে শিখাও, অন্যের খবরে আবশ্যক নাই। তোমার যাহা শিখাইবার আছে শিখাও, অপরে নিজ নিজ ভাব লইয়া থাকুক। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" তদা কিং বিবাদেন?

স্ত্রী-শিক্ষা।

১। স্মৃতি ফৃতি লিখে, নিয়ম নীতিতে বদ্ধ করে, এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে manufacturing machine (পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র) মাত্র করে তুলেছে। মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এই সকল মেয়েদের এখন না তুল্‌লে বুঝি তোদের আর উপায়ান্তর আছে?

২। তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ, এই সব শক্তিমূর্ত্তির অবমাননা করা। মনু বলেছেন, "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে নন্দন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।" যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নাই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে,

সে সংসারের—সে দেশের কখন উন্নতির আশা নাই। এই জন্য এদের আগে তুল্‌তে হবে—এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন কর্ত্তে হবে।

৩। ভারতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরু গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব প্রচার। সেই জন্যই আমার স্ত্রীমঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ভাবাপন্না নারীকুলের আকরস্বরূপ হইবে।

৪। শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ লেখা নহে। উহাকে আমাদের বৃত্তি বা শক্তিসমূহের বিকাশ বলা যাইতে পারে; অথবা শিক্ষা বলিতে—

ব্যক্তি সকলকে এমন ভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহাদের ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত ও সুসিদ্ধ হয়। এইরূপ ভাবে শিক্ষিতা হইলে আমাদের ভারতের কল্যাণ সাধনে সমর্থা নির্ভীকহৃদয়া মহীয়সী রমণী-গণের অভ্যুদয় হইবে—তাহারা সঙ্ঘমিত্তা, লীলাবতী, অহল্যাবাই, মীরাবাই ও দময়ন্তী প্রভৃতির পদাঙ্কানুসরণে সমর্থা হইবে; তাহারা পবিত্র, স্বার্থগন্ধশূন্য ও বীররমণী হইবে—ভগবানের পাদ-পদ্ম স্পর্শে যে বীর্য্যলাভ হয়, তাহারা সেই বীর্য্য-শালিনী হইবে—সুতরাং তাহারা বীরপ্রসবিনী হইবার যোগ্যা হইবে।

৫। মেয়েদিগকে ধর্ম্ম, শিল্প বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, শেলাই, শরীর পালন—এই সকল বিষয়ের স্থূল স্থূল মর্ম্মগুলি আগে শেখাতে হবে। নভেল

নাটক ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়। কেবল পূজা পদ্ধতি শেখালেই হবে না; সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। আদর্শ নারীচরিত্র সব, মেয়েদের সাম্‌নে ধরে বুঝিয়ে দিতে হবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরা—এঁদের জীবন-চরিত্র মেয়েদের বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা নিজেদের জীবন ঐরূপ গঠিত কর্ত্তে পারে। মেয়ে-দের ধর্ম্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ কর্ত্তে হবে। কালে যাতে তারা ভাল গিন্নী তৈরি হয়, তাই কর্ত্তে হবে। এই সকল মেয়েদের সন্তানসন্ততিগণ পরে ঐ সকল বিষয়ে আরও উন্নতিলাভ কর্ত্তে পারবে। যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাদের ঘরেই বড়লোক জন্মায়।

———

কর্ম্ম ও কর্ম্মী।

১। ভগবান্ অতি উত্তমরূপে আপনাকে লুকিয়ে রেখেছেন, তাই তাঁর কাজও সর্ব্বোত্তম। এইরূপ যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে পারেন, তিনিই সব চেয়ে বেশী কাজ ক'রতে পারেন। নিজকে জয় কর। তা হলেই সমুদয় তোমার পদতলে আসবে।

২। যাঁরা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরা তথাকথিত কর্ম্মীদের চেয়ে জগতের জন্য অনেক বেশী কাজ করেন। আপনাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ করেছে এমন একজন লোক—হাজার ধর্ম্মপ্রচারকের চেয়ে বেশী কাজ করে। চিত্তশুদ্ধি ও মৌন থেকেই কথার ভেতর জোর আসে।

৩। ভগবান্ কৃষ্ণাবতারে বলিতেছেন যে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের কারণ "অবিদ্যা"। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়।

✓৪। যে কর্ম্মের দ্বারা এই আত্মভাবের বিকাশ হয়, তাহাই কর্ম্ম। যদ্দ্বারা অনাত্মভাবের বিকাশ, তাহাই অকর্ম্ম।

৫। অতএব ব্যক্তিগত, দেশগত এবং কাল-গত কর্ম্মাকর্ম্মের সাধন কর।

৬। যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রাচীনকালে উপযুক্ত ছিল, তথা জাত্যাদি কর্ম্ম, আধুনিক সময়ের জন্য নহে।

✓৭। মুক্তি ভক্তির ভাব দূর করে দে। এই একমাত্র রাস্তা আছে দুনিয়ায়—পরোপকারায় হি সতাং জীবিতং, পরার্থং প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ (পরোপ-কারের জন্যই সাধুদিগের জীবন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি

পরের জন্য সমুদয় ত্যাগ করিবেন।) তোমার ভাল কর্‌লেই আমার ভাল হয়, অন্য দ্বিতীয় উপায় নাই। অতএব কাজে লেগে যাও।

৮। যদি ভাল চাও ত ঘণ্টা ফণ্টা গুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষৎ ভগবান্ নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজা করগে—বিরাট্ আর সরাট্—বিরাট্‌রূপ এই জগৎ—তার পূজা মানে তার সেবা, এর নাম কর্ম্ম; ঘণ্টার উপর চামর চড়ান নয়—আর ভাতের থালা সামনে ধরে ১০ মিনিট বসব কি আধঘণ্টা বসব—ঐ বিচারের নাম কর্ম্ম নয়, ওর নাম পাগলা গারদ।

৯। চালাকী দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। "তৎকুরু পৌরুষম্"।

১০। Strike the iron while it is hot (গরম থাক্‌তে থাক্‌তে লোহার উপর ঘা মার) কুড়েমির কায নয়। ঈর্ষ্যা, অহমিকা ভাব গঙ্গাজলে জন্মের মত বিসর্জ্জন দাও। মহাশক্তিতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ কর ও মহাবলে কাযে লেগে যাও। work, work, work (কায, কায, কায) এই মূল মন্ত্র।

১১। শরীর ত যাবেই, কুড়েমিতে কেন যায়? It is better to wear out than to rust out (মর্চ্চে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে মরা ভাল।) মরে গেলেও হাড়ে হাড়ে ভেল্কি খেল্‌বে, তার ভাবনা কি?

১২। যে কোন কার্য্য জীবের ব্রহ্মভাব ধীরে ধীরে পরিস্ফুট করিবার সহায়তা করে, তাহাই

ভাল। যে কোন কার্য্যে উহার বাধা হয়, তাহাই মন্দ। আমাদের ব্রহ্মভাব পরিস্ফুট করিবার একমাত্র উপায়—অপরকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করা। যদি প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকে, তথাপি সকলের পক্ষে সমান সুবিধা থাকা উচিৎ। কিন্তু যদি কাহাকেও অধিক কাহাকেও কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে বলবান্ অপেক্ষা দুর্ব্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হইবে।

১৩। জগতে সর্ব্বদাই দাতার আসন গ্রহণ করো। সর্ব্বস্ব দিয়ে দাও, আর ফিরে কিছু চেয়ো না। ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও; এতটুকু যা তোমার দেবার আছে, দিয়ে দাও, কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেয়োনা।

আহার।

১। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" এই শ্রুতির অর্থ কর্‌তে গিয়ে শঙ্করাচার্য্য বলেছেন—"আহার" অর্থে "ইন্দ্রিয়-বিষয়"; আর, শ্রীরামানুজ স্বামী "আহার" অর্থে খাদ্য ধরেছেন। আমার মত হচ্ছে তাঁহাদের ঐ উভয় মতের সামাঞ্জস্য করে নিতে হবে। কেবল দিন রাত খাদ্যাখাদ্যের বাচবিচার করেই জীবনটা কাটাতে হবে, না, ইন্দ্রিয়-সংযমন কর্ত্তে হবে? ইন্দ্রিয়-সংযমনটাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলে ধর্‌তে হবে; আর, ঐ ইন্দ্রিয়-সংযমের জন্যই ভাল মন্দ খাদ্যাখাদ্যের অল্প বিস্তর বিচার কর্‌তে হবে। শাস্ত্র বলেন, খাদ্য ত্রিবিধ দোষে দুষ্ট ও পরিত্যাজ্য হয়। ১ম—জাতি-দুষ্ট—যেমন

পেঁজ, রশুন্ ইত্যাদি। ২য়—নিমিত্ত-দুষ্ট—যেমন ময়রার দোকানের খাবার, দশ গণ্ডা মাছি মরে পড়ে আছে—রাস্তার ধুলোই কত উড়ে পড়্ছে ইত্যাদি। ৩য়—আশ্রয়-দুষ্ট—যেমন অসৎ লোকের দ্বারা স্পৃষ্ট অন্নাদি। খাদ্য জাতিদুষ্ট ও নিমিত্তদুষ্ট হয়েছে কি না, তা সকল সময়ে খুব নজর রাখ্তে হবে। কিন্তু এদেশে ঐদিকে নজর একেবারেই উঠে গেছে। কেবল শেষোক্ত দোষটী—যা যোগী ভিন্ন অন্য কেউ প্রায় বুঝ্তেই পারে না,—নিয়েই দেশে যত লাঠালাঠি চল্ছে, 'ছুঁওনা ছুঁওনা' করে ছুঁৎমার্গীর দলে দেশটাকে ঝালাপালা করেছে। তাও ভাল মন্দ লোকের বিচার নাই—গলায় একগাছা সুতো থাকলেই হলো, হাতে অন্ন খেতে ছুঁৎমার্গীদের আর আপত্তি নাই।

২। এখন রজোগুণের দরকার। দেশে যে সব লোককে এখন সত্ত্বগুণী বলে মনে কচ্ছিস্—তাদের ভিতর পনর আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক আনা লোক সত্ত্ব-গুণী মিলে তো ঢের। এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা—দেশ যে ঘোর তমসাচ্ছন্ন, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না? এখন দেশের লোককে মাছ মাংস খাইয়ে উদ্যমী করে তুল্‌তে হবে, জাগাতে হবে, কার্য্য তৎপর কর্‌তে হবে। নতুবা ক্রমে দেশ শুদ্ধ লোক জড় হয়ে যাবে—গাছ পাথরের মত জড় হয়ে যাবে। তাই বলছিলুম, মাছ মাংস খুব খাবি।

৮৩। সত্ত্বগুণ যখন খুব বিকাশ হয়, তখন মাছ মাংসে রুচি থাকে না। কিন্তু সত্ত্বগুণ প্রকাশের এই সব লক্ষণ জান্‌বি, পরের জন্য সর্ব্বস্বপণ—

কামিনী কাঞ্চনে সম্পূর্ণ অনাসক্তি—নিরভিমানিত্ব —অহংবুদ্ধিশূন্যত্ব। এই সব লক্ষণ যার হয়, তার আর animal food এর (আমিষাহারের) ইচ্ছা হয় না। আর যেখানে দেখ্‌বি—মনে ঐ সব গুণের স্ফূর্ত্তি নাই, অথচ অহিংসার দলে নাম লিখিয়েছে সেখানে জান্‌বি, হয় ভণ্ডামী, না হয় লোক দেখানো ধর্ম্ম। তোর যখন ঠিক্ ঠিক্ সত্বগুণের অবস্থা হবে, তখন আমিষাহার ছেড়ে দিস্।

৵৪। যদি মাংস খাইলে লোকে বিরক্ত হয়, তদ্দণ্ডেই ত্যাগ করিবে, পরোপকারার্থে ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করা ভাল।

৵৫। মাংসাশী প্রাণী—যেমন সিংহ, এক আঘাত করেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সহিষ্ণু বলদ

সারাদিন চলেছে, চল্‌তে চল্‌তেই সে খেয়ে ও ঘুমিয়ে নিচ্ছে; চঞ্চল, সদাক্রিয়াশীল ইয়াংকী (মার্কিন) ভাতখেকো চীনা কুলির সঙ্গে পেরে উঠে না। যতদিন ক্ষত্রশক্তির প্রাধান্য থাকবে, ততদিন মাংস ভোজন প্রচলিত থাকবে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ কমে যাবে, তখন নিরামিষাশীর দল প্রবল হ'বে।

জীবন ও মৃত্যু।

১। জীবন ও মৃত্যু একটা ব্যাপারেরই বিভিন্ন নাম মাত্র, একই টাকার এপিট ওপিট। উভয়ই মায়া। এ অবস্থাটাকে পরিষ্কারকরে বোঝাবার যো নাই। এক সময়ে বাঁচ্‌বার চেষ্টা হচ্চে, আবার পরমুহূর্ত্তে বিনাশ বা মৃত্যুর চেষ্টা।

২। যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্ব্বলতাই সেই পাপ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর—দুর্ব্বলতাই মৃত্যু—দুর্ব্বলতাই পাপ।

৩। জীবনের অর্থ উন্নতি, উন্নতি অর্থে হৃদয়ের বিস্তার; আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং, প্রেমই জীবন, উহাই একমাত্র জীবনগতিনিয়ামক। আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু; জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ।

৪। বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু। প্রেমই জীবন, দ্বেষই মৃত্যু। আমরা যে দিন হইতে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম, যে দিন হইতে অপর জাতি সকলকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলাম, সেইদিন হইতে আমাদের মৃত্যু আরম্ভ

হইল, আর যতদিন না আবার বিস্তারশীল হইতেছি, ততদিন কিছুতেই আমাদের মৃত্যু আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। অতএব আমাদিগকে পৃথিবীর সকল জাতির সহিত মিশিতে হইবে।

৮৫। সর্ব্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম, সেখানেই বিস্তার; যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই সঙ্কোচ। অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধি। যিনি প্রেমিক তিনিই জীবিত; যিনি স্বার্থপর তিনি মৃত। অতএব যেহেতু প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধি, যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস না হইলে বাঁচা যায় না, প্রেম ব্যতীত যখন সেইরূপ জীবনধারণ অসম্ভব, সেই হেতুই অহেতুক প্রেম প্রয়োজন।

প্রেম।

৮১। ভালবাসা কখন বিফল হয় না। আজই হউক, কালই হউক, শত শত যুগ পরেই হউক, প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মনুষ্য জাতিকে ভালবাস? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্ব্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও। তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে ত? তাহা থাকিলেই তুমি সর্ব্বশক্তিমান হইলে। তুমি সম্পূর্ণ নিষ্কাম ত? তাহা যদি হও, তবে তোমার শক্তিকে কে রোধ করিতে পারে। চরিত্রবলে

মানুষ সর্ব্বত্রই জয়ী হইতে পারে। ঈশ্বর তাঁহার সন্তানগণকে সমুদ্রগর্ভেও রক্ষা করিয়া থাকেন। তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চাহিতেছেন—তোমরা বীর হও।

২। পুঁথিপাতড়া, বিদ্যে সিদ্যে, যোগ, ধ্যান, জ্ঞান—প্রেমের নিকট সব ধূল সমান। প্রেমই ভক্তি, প্রেমই জ্ঞান, প্রেমই মুক্তি। এই ত পূজো, নরনারী শরীরধারী প্রভুর পূজো; আর যা কিছু "নেদং যদিদমুপাসতে।"

৩। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

৪। জগতে যথার্থ যা কিছু উন্নতি হয়েছে,

তা প্রেমের শক্তিতেই হয়েছে। দোষ দেখিয়ে কোন কালে ভাল কাজ করা যায় না। হাজার হাজার বছর ধরে সেটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে —নিন্দাবাদে কোনই ফল হয় না।

৫। যাঁরা সমত্ব ভাব লাভ করেছেন, তাঁরাই ব্রহ্মে অবস্থিত বলে কথিত হয়ে থাকেন। সর্ব্ব-প্রকার ঘৃণার অর্থ—আত্মার দ্বারা আত্মার বিনাশ। সুতরাং প্রেমই জীবনের যথার্থ নিয়ামক: প্রেমের অবস্থা লাভ করা সিদ্ধ অবস্থা; কিন্তু আমরা যতই সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হই, ততই আমরা কম কাজ কর্ত্তে পারি। সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা জানেন ও দেখেন সবই ছেলেখেলা মাত্র, সুতরাং তাঁরা কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামান না।

৬। নির্ব্বিঘ্নে উদ্দেশ্যসিদ্ধি করতে হলে, হঠাৎ

তাড়াতাড়ি কিছু করে ফেলা উচিত নয়। পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় এই তিনটী গুণ, আবার সর্ব্বোপরি প্রেম—সিদ্ধিলাভের জন্য একান্ত আবশ্যক।

ধর্ম্ম ও ঈশ্বর।

১। ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বল্‌তে অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য্য বুঝায়। দুর্ব্বলতা, দাসত্ব ত্যাগ কর। যদি তুমি মুক্তস্বভাব হও তবেই তুমি কেবলমাত্র আত্মা; যদি মুক্তস্বভাব হও, তবেই অমৃতত্ব তোমার করতলগত। ঈশ্বরই তিনি—যিনি মুক্তস্বভাব হন।

২। যে ধর্ম্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুকরা রুটী

দিতে না পারে, আমি সে ধর্ম্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। যত সুন্দর মতবাদ হউক, যত গভীর দার্শনিক তত্ত্বই উহাতে থাকুক, যতক্ষণ উহা মত বা পুস্তকে আবদ্ধ, ততক্ষণ উহাকে আমি ধর্ম্ম নাম দিই না। চক্ষু আমাদের পৃষ্ঠের দিকে নয়, সাম্‌নের দিকে, অতএব সম্মুখে অগ্রসর হও, আর যে ধর্ম্মকে তোমার নিজের ধর্ম্ম বলিয়া গৌরব কর, তাহার উপদেশগুলি কার্য্যে পরিণত কর।

৬৩। হিঁদুর (এখনকার) ধর্ম্ম বেদে নাই; পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই, ধর্ম্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। (এখনকার) হিঁদুর ধর্ম্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়—ছুঁৎমার্গে, "আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না" বস্। এই বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না। "আত্মবৎ

সর্ব্বভূতেষু" কি কেবল পুঁথিতে থাক্‌বে না কি? যারা এক মুটো অন্ন গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে? যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করবে? ছুঁৎমার্গ এক প্রকার মানসিক ব্যাধি,—সাবধান!

৪। ফিলসফি, যোগ, তপ, ঠাকুরঘর, আলোচাল, কলা, মূলা—এ সব ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, দেশগত ধর্ম্ম; পরোপকারই একমাত্র সার্ব্বজনীন মহাব্রত।

৫। কায়মনোবাক্যে "জগদ্ধিতায়" হতে হবে। পড়েছ "মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব", আমি বলি "দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব,"—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর ইহারাই তোমার

দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম্ম জানিবে।

৬। আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব; বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ (বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যাণ আচরণ করা) এই আমার ধর্ম্ম।

৭। ব্যাস বলিয়াছেন, কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম, তন্মধ্যে আবার ধর্ম্মদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—বিদ্যাদান তাহার নিম্নে—তার পর প্রাণদান, সর্ব্ব নিকৃষ্ট দান অন্নদান। অন্নদান আমরা যথেষ্ট করেছি, আমাদের ন্যায় দানশীল জাতি আর নাই। এখানে ভিক্ষুকের নিকটও যতক্ষণ পর্য্যন্ত এক মুটো অন্ন থাকিবে, সে তাহার অর্দ্ধেক দান করিবে। এরূপ ব্যাপার কেবল ভারতেই দেখিতে

পাইবে। আমরা যথেষ্ট অন্নদান করিয়াছি, এক্ষণে অপর দুই প্রকার দানে অগ্রসর হইতে হইবে—ধর্ম্ম ও বিদ্যাদান।

৮। যদি দেহ মন শুদ্ধ না হয়, তবে মন্দিরে গিয়া শিবপূজা করা বৃথা। যাহাদের দেহ মন পবিত্র, শিব তাহাদেরই প্রার্থনা শুনেন। আর যাহারা অশুদ্ধস্বভাব হইয়াও অপরকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে যায়, তাহারা অসদ্গতি প্রাপ্ত হয়। বাহ্যপূজা মানসপূজার বহিরঙ্গ মাত্র—মানসপূজা ও চিত্তশুদ্ধিই আসল জিনিস। এই গুলি না থাকিলে বাহ্যপূজায় কোন ফললাভ হয় না।

৯। সকল উপাসনার সার এই শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ সাধন করা। যিনি দরিদ্র, দুর্ব্বল, রোগী সকলেরই মধ্যে শিব দেখেন,

তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করে, সে প্রবর্ত্তক মাত্র। যে ব্যক্তি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে একটী দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিববোধে সেবা করে, তাহার প্রতি শিব, যে ব্যক্তি কেবল মন্দিরেই শিব দর্শন করে, তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন।

১০। যিনি পিতাকে সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সন্তানগণের সেবা অগ্রে করিতে হইবে। যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সন্তানের সেবা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে, অগ্রে জগতের জীবগণের সেবা করিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা ভগবানের দাসগণের সেবা করেন, তাঁহারাই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাস।

বিবেক-বাণী।

১১। পরের সেবা শুভ কর্ম্ম। এই সৎকর্ম্ম-বলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের অভ্যন্তরে যে শিব রহিয়াছেন, তিনি প্রকাশিত হন। তিনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। যদি দর্পণের উপর ধূলি ও ময়লা থাকে, তবে তাহাতে আমরা আমাদের মূর্ত্তি দেখিতে পাই না। আমাদের হৃদয়দর্পণেও এইরূপ অজ্ঞান ও পাপের ময়লা রহিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পাপ এই স্বার্থপরতা—আগে নিজের ভাবনা ভাবা।

১২। উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম পারিয়া (চণ্ডাল) পর্য্যন্ত সকলকেই আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। বেদান্তের এই আদর্শ শুধু যে ভারতেই খাটিবে, তাহা নহে, সমগ্র জগৎকে এই আদর্শানুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

আমাদের ধর্ম্মের ইহাই লক্ষ্য, ইহাই উদ্দেশ্য—ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতি যাহাতে আদর্শ ধার্ম্মিক অর্থাৎ ক্ষমা, ধৃত, শৌচ, শান্তি, উপাসনা ও ধ্যান-পরায়ণ হয়। এই আদর্শ অবলম্বন করিলেই মানবজাতি ক্রমশঃ ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ করিবে।

১৩। আমাদের দেশের আহাম্মকদের বলিও, আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমরা জগতের শিক্ষক—ফিরিঙ্গিরা নহে। ইহলোকের বিষয় অবশ্য তাহাদের নিকট হইতে আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে।

অনুভূতি।

৵১। অনুভূতিই ধর্ম্মের প্রাণ। কতকগুলি আচার নিয়ম সকলেই মেনে চল্‌তে পারে। কতকগুলি বিধিনিষেধ সকলেই পালন কর্ত্তে পারে,

কিন্তু অনুভূতির জন্য কয়জন লোক ব্যাকুল হয়? ব্যাকুলতা, ঈশ্বরলাভ বা আত্মজ্ঞানের জন্য উন্মাদ হওয়াই যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণতা।

২। অনুভূতিই হচ্ছে সার কথা। হাজার বৎসর গঙ্গাস্নান কর, হাজার বৎসর নিরামিষ খাও—ওতে যদি আত্মবিকাশের সহায়তা না হয়, তবে জানবে, সর্ব্বৈব বৃথা হল। আর আচারবর্জ্জিত হয়েও যদি কেহ আত্মদর্শন করতে পারে, তবে সেই অনাচারই শ্রেষ্ঠ আচার। তবে আত্মদর্শন হলেও, লোকসংস্থিতির জন্য আচার কিছু কিছু মানা ভাল। মোট কথা মনকে একনিষ্ঠ করা চাই। এক বিষয়ে নিষ্ঠা হলে—মনের একাগ্রতা হয়, অর্থাৎ মনের অন্য বৃত্তিগুলি নিবে গিয়ে, এক বিষয়ে একতানতা হয়। অনেক বাহ্যিক আচার বা বিধিনিষেধের জালেই সব

সময়টা কেটে যায়, আত্মচিন্তা আর করা হয় না? দিনরাত বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে থাক্‌লে, আত্মার প্রসারতা হবে কি করে? যে যতটা আত্মানুভূতি কর্‌তে পেরেছে, তার বিধিনিষেধ ততই কমে যায়। আচার্য্য শঙ্করই বল্‌ছেন, "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ, কো নিষেধঃ?"

মায়া ও জগৎ।

১। অন্তর্জ্জগৎ যা বাস্তবিক সত্য, তা বহির্জ্জগৎ অপেক্ষা অনন্তগুণে বড়—বহির্জ্জগৎটা সেই সত্য অন্তর্জ্জগতের ছায়াময় বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই জগৎটা সত্যও নয় মিথ্যাও নয়; উহা সত্যের ছায়াস্বরূপ মাত্র। কবি বলেন, "কল্পনা—সত্যের সোনালী ছায়া"।

২। আমরা যখন দুঃখ কষ্ট এবং সংঘর্ষের মধ্যে পড়ি, তখন জগৎটা আমাদের কাছে একটা অতি ভয়ানক স্থান বলে মনে হয়। কিন্তু যেমন আমরা দুটো কুকুর বাচ্ছাকে পরস্পর খেলা কর্‌তে বা কামড়াকামড়ি কর্ত্তে দেখে সেদিকে আদৌ খেয়াল দিই না, জানি যে দুটোতে মজা কচ্ছে, এমন কি, মাঝে মাঝে জোরে এক আধটা কামড় লাগালেও জানি যে, তাতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হবে না; তেমনি আমাদেরও মারামারি টারামারি যা কিছু, সব ঈশ্বরের চক্ষে খেলা বই আর কিছু নয়। এই জগৎটা সবই কেবল খেলার জন্য—ভগবানের এতে শুধু মজাই হয়। জগতে যাই কেন হোক না—কিছুতেই তাঁকে টলাতে পারে না।

৩। আমাদের হৃদয়ে প্রেম, ধর্ম্ম ও পবিত্রতার

ভাব যতই বাড়্তে থাকে, আমরা বাইরে ততই প্রেম, ধর্ম্ম ও পবিত্রতা দেখ্তে পাই। আমরা অপরের কার্য্যের যে নিন্দাবাদ করি, তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদেরই নিন্দা। তুমি তোমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটাকে ঠিক কর—যা তোমার হাতের ভিতর রয়েছে ;—তা হলে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও তোমার পক্ষে আপনা আপনি ঠিক হয়ে পড়্বে।

৪। এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ও সত্য ; কিন্তু আমরা জগৎকে সে ভাবে দেখ্ছি না ; যেমন শুক্তিকায় রজতভ্রম হয়, আমাদেরও ব্রহ্মে তদ্রূপ জগদ্‌ভ্রম হয়েছে। একেই অধ্যাস বলে। যেমন পূর্ব্বে আমরা একটা দৃশ্য দেখেছি, এখন সেইটে স্মরণ হল। যে সত্তা একটা সত্য বস্তুর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তাকেই অধ্যস্ত সত্তা বলে।

৫। জগৎপ্রপঞ্চান্তর্গত অব্যক্ত ও ব্যক্ত শক্তিকে মায়া বলে। যতক্ষণ না সেই মাতৃস্বরূপিণী মহামায়া আমাদের ছেড়ে দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমরা মুক্ত হতে পারি না।

৬। হৃদয়টাকে সমুদ্রের মত মহান্ করে ফেল; জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব সকলের পারে চলে যাও, এমন কি অশুভ এলেও আনন্দে উন্মত্ত হয়ে যেও; জগৎটাকে একটা ছবির মত দেখো; এইটী যেন মনে থাকে যে, জগতে কোন কিছুই তোমায় বিচলিত করতে পারে না। আর এইটী জেনে জগতের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ কর।

সংসার ও অহং।

১। এই সংসারটা একটা পিশাচের মত।

বিবেক-বাণী।

এ সংসার যেন একটা রাজ্য, আমাদের ক্ষুদ্র অহং যেন তার রাজা। তাকে সরিয়ে দিয়ে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াও। কাম কাঞ্চন, মান যশ ত্যাগ করে দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরকে ধরে থাক, অবশেষে আমরা সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীনতা লাভ করব।

২। সংসার ত্যাগ করা মানে—এই অহং-টাকে একেবারে ভুলে যাওয়া, অহংটার দিকে একেবারে খেয়াল না রাখা। দেহে বাস করা যেতে পারে, কিন্তু যেন আমরা দেহের না হয়ে যাই। এই বজ্জাৎ 'আমি'টাকে একেবারে নষ্ট করে ফেল্‌তে হবে। লোকে যখন তোমায় মন্দ বল্‌বে, তুমি তাদের আশীর্ব্বাদ করো। ভেবে দেখো, তারা তোমার কত উপকার কর্‌ছে; অনিষ্ট যদি কারো হয়, ত কেবল তাদের নিজেদেরই হচ্চে। এমন

জায়গায় যাও, যেখানে লোকে তোমায় ঘৃণা করে; তারা তোমার অহংটা মেরে মেরে তোমার ভেতর থেকে বার করে দিক্—তুমি তা হলে ভগবানের খুব কাছে এগোবে।

৩। অহংকে সরিয়ে দাও, নাশ করে ফেল, ভুলে যাও; তোমার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর কাজ করুন,—এ ত তাঁরই কাজ, তিনি বুঝুন। আমাদের আর কিছু কর্‌তে হবে না—কেবল সরে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে কাজ কর্‌তে দেওয়া। আমরা যত সরে যাব, ততই ঈশ্বর আমাদের ভিতর আসবেন। কাঁচা আমিটাকে নষ্ট করে ফেল, কেবল পাকা আমিটাই থেকে যাক্।

৪। হামবড়া বা দলাদলি বা ঈর্ষ্যা একেবারে জন্মের মত বিদায় করিতে হইবে। পৃথিবীর ন্যায়

সর্ব্বংসহ হইতে হইবে ; এইটী যদি পার, দুনিয়া তোমাদের পায়ের তলায় আসবে ।

৮৫। বালগাম্ভীর্য্য ভাব মিশ্রিত করিবে। সকলের সহিত মিশিয়া চলিবে। অহংভাব দূর করিবে, সম্প্রদায়বুদ্ধিবিহীন হইবে, বৃথা তর্ক মহাপাপ ।

আত্মা (ব্রহ্ম) ।

৮১। মুক্তি, সমাধি এ সব কেবল ব্রহ্ম প্রকাশের পথের প্রতিবন্ধকগুলি দূর করে দেয় মাত্র। নতুবা আত্মা সূর্য্যের মত সর্ব্বদা জ্বল্‌ছেন। অজ্ঞান-মেঘে তাঁকে ঢেকে রেখেছে মাত্র। সেই মেঘ সরিয়ে দেওয়া—আর সূর্য্যেরও প্রকাশ হওয়া, তখনি "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিঃ" অবস্থা হয় ।

২। আত্মার স্বরূপের কখন ব্যক্ত কখন বা অব্যক্ত ভাব হচ্চে। এক আত্মাই (ব্রহ্ম) বিভিন্ন উপাধির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাচ্ছেন। ইহাই বেদের সার রহস্য।

৩। সব প্রাণীই ব্রহ্মস্বরূপ। প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘে ঢাকা সূর্য্যের মত, আর একজনের সঙ্গে আর এক জনের তফাৎ কেবল—কোথাও সূর্য্যের উপর মেঘের ঘন আবরণ, কোথাও আবরণ একটু তরল।

৪। আত্মাতে লিঙ্গভেদ বা জাতিভেদ নাই বা তাঁহাতে অপূর্ণতা নাই।

৫। বুদ্ধাবতারে প্রভু বলিতেছেন যে, এই আধিভৌতিক দুঃখের কারণ—জাতি, অর্থাৎ জন্মগত বা গুণগত বা ধনগত সর্ব্বপ্রকার জাতিই

এই দুঃখের কারণ। আত্মাতে স্ত্রী পুং বর্ণাশ্রমাদি ভাব নাই এবং যে প্রকার পঙ্ক দ্বারা পঙ্ক ধৌত করা যায় না, সেই প্রকার ভেদবুদ্ধি দ্বারা অভেদসাধন হওয়া সম্ভব নহে।

৬। সমুদ্র যখন স্থির থাকে, তখন তাকে বলা যায় ব্রহ্ম, আর সেই সমুদ্রে যখন তরঙ্গ উঠে, তখন তাকেই আমরা শক্তি বা মা বলি। সেই শক্তি বা মহামায়াই দেশকালনিমিত্ত স্বরূপ; সেই ব্রহ্মই মা। তাঁর দুই রূপ,—একটী সবিশেষ সগুণ এবং অপরটী নির্ব্বিশেষ বা নির্গুণ। প্রথমোক্ত রূপে তিনি ঈশ্বর, জীব ও জগৎ, দ্বিতীয়রূপে তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। সেই নিরুপাধিক সত্তা থেকেই ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই ত্রিত্বভাব এসেছে। সমস্ত সত্তা যা কিছু

আমরা জান্‌তে পারি, সবই এই ত্র্যাত্মকত্ব—এইটীই বিশিষ্টাদ্বৈত।

৮৭। সমাধি অর্থে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ ভাব, অথবা সমত্বভাব লাভ করা।

৮৮। শুধু ব্রহ্মই আছেন, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, নরহত্যা নাই, কোন রূপ পরিণাম নাই, ভালও নাই, মন্দও নাই সবই ব্রহ্ম। আমরা রজ্জুতে সর্পভ্রম কর্‌ছি—ভ্রম আমাদেরই।

৮৯। যেমন দুধের ভিতরে সর্ব্বত্র ঘি রয়েছে, ব্রহ্মও তদ্রূপ জগতের সর্ব্বত্র রয়েছেন। কিন্তু মন্থন দ্বারা তিনি এক বিশেষ স্থানে প্রকাশ পান। যেমন মন্থন করলে দুধের মাখন উঠে পড়ে, তেমনি ধ্যানের দ্বারা আত্মার মধ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়।

১০। যেমন ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করতে পারা যায়, তেমনি ব্রহ্মকেও মন্থনের দ্বারা প্রকাশ করতে পারা যায়।

জগজ্জননী (কুলকুণ্ডলিনী)।

১। সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বব্যাপিতা ও অনন্ত দয়া সেই জগজ্জননী ভগবতীর গুণ। জগতে যত শক্তি আছে, তিনি তার সমষ্টিস্বরূপিণী। জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সবই সেই জগদম্বা। তিনিই প্রাণরূপিণী, তিনিই বুদ্ধিরূপিণী, তিনিই প্রেমরূপিণী। তিনি সমগ্র জগতের ভিতর রয়েছেন, আবার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্।

২। তিনি যখন ইচ্ছা যে কোন রূপে

আমাদিগকে দেখা দিতে পারেন। সেই জগজ্জননীর নাম রূপ দুইই থাক্তে পারে, অথবা রূপ না থেকে শুধু নাম থাক্তে পারে। আর তাঁকে এই সকল বিভিন্ন ভাবে উপাসনা কর্‌তে কর্‌তে আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যেখানে নাম রূপ কিছুই নাই, কেবল শুদ্ধ সত্তা মাত্র বিরাজিত।

৩। সেই জগজ্জননী ভগবতীই আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী—তাঁকে উপাসনা না করে আমরা কখন নিজেদের জান্‌তে পারি না।

৪। আমরাই শিবস্বরূপ, অতীন্দ্রিয় অবিনাশী জ্ঞানস্বরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তির পশ্চাতে অনন্ত শক্তি রয়েছে; জগদম্বার কাছে প্রার্থনা কর্‌লেই ঐ শক্তি তোমাতে আসবে।

৫। সেই জগদম্বার এক কণা—এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণা বুদ্ধ, আর এক কণা খ্রীষ্ট। আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগন্মাতার যে এক কণা প্রকাশ রয়েছে, তারই উপাসনাতে মহত্ত্ব লাভ হয়। যদি পরম জ্ঞান ও আনন্দ চাও, তবে সেই জগজ্জননীর উপাসনা কর।

গুরু।

১। যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে গুরু বলে।

২। যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু।

৩। যিনি বিদ্বান্, নিষ্পাপ, কামগন্ধহীন, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ তিনিই প্রকৃত সদ্‌গুরু।

৪। যিনি এই সংসার-মায়ার পারে নিয়ে যান, যিনি কৃপা করে সমস্ত মানসিক আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ গুরু। যাঁরা অধীত-বেদ-বেদান্ত, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ, যাঁরা অপরকে অভয়ের পারে নিয়ে যেতে সমর্থ, তাঁরাই যথার্থ গুরু; তাঁদের পেলেই দীক্ষিত হবে—নাত্র কার্য্যবিচারণা।

৫। গুরু সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে, যেন তিনি শাস্ত্রের মর্ম্মাভিজ্ঞ হন।

দ্বিতীয়তঃ, গুরুর সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ, গুরুর উদ্দেশ্য কি দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে—তিনি যেন নাম, যশ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত না হন। কেবল ভালবাসা—আপনার প্রতি অকপট ভালবাসাই—যেন তাঁহার কার্য্যপ্রবৃত্তির নিয়ামক হয়।

সমাজ-সংস্কার ও নেতা।

১। সামাজিক ব্যাধির প্রতীকার বাহিরের চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের উপর কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা যতই লম্বা লম্বা কথা আওড়াই না কেন, বুঝিতে হইবে, সমাজের দোষ সংশোধন করিতে হইলে প্রত্যক্ষ-ভাবে উহার চেষ্টা না করিয়া শিক্ষাদানের দ্বারা পরোক্ষভাবে উহার

চেষ্টা করিতে হইবে। সমাজের দোষসংশোধন সম্বন্ধে প্রথমে এই তত্ত্বটী বুঝিতে হইবে; এই তত্ত্ব বুঝিয়া আমাদের মনকে শান্ত করিতে হইবে, ইহা বুঝিয়া আমাদের রক্ত গরম হইতে দেওয়া হইবে না, আমাদিগকে উত্তেজনাশূন্য হইতে হইবে।

২। সমাজ-সংস্কার যাহারা চায়, তাহারা কোথায়? আগে তাহাদিগকে প্রস্তুত কর। সংস্কারপ্রার্থী লোক কই? অল্পসংখ্যক কয়েকটী লোকের কোন বিষয় দোষ বলিয়া বোধ হইয়াছে, অধিকাংশ ব্যক্তি তাহা বুঝে নাই। এখন এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যে, জোর করিয়া অপর সকলের উপর নিজেদের মনোমত সংস্কার চালাইবার চেষ্টা করেন, ইহার ন্যায় প্রবল অত্যাচার জগতে আর নাই। অল্প কয়েকজন

লোকের কতকগুলি বিষয় দোষ বোধ হইলেই তাহাতেই তাহাতে সমগ্র জাতির হৃদয়কে স্পর্শ করে না। সমগ্র জাতি নড়ে চড়ে না কেন? প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও, ব্যবস্থা-প্রণয়নে সমর্থ একটী দল গঠন কর; বিধান আপনা আপনি আসিবে। প্রথমে যে শক্তিবলে, যাহার অনুমোদনে বিধান গঠিত হইবে, তাহার সৃষ্টি কর। এখন রাজারা নাই। যে নূতন শক্তিতে, যে নূতন সম্প্রদায়ের সম্মতিতে নূতন ব্যবস্থা প্রণীত হইবে, সেই লোকশক্তি কোথায়? প্রথমে সেই লোকশক্তি গঠন কর। সুতরাং সমাজসংস্কারের জন্য প্রথম কর্ত্তব্য—লোকশিক্ষা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে।

৩। ভারতে যে কোন প্রকার সংস্কার বা উন্নতি করিবার চেষ্টা করা হউক, প্রথমতঃ ধর্ম্মপ্রচার আবশ্যক। ভারতকে সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবের বন্যায় ভাসাইতে গেলে, প্রথমে এদেশকে আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যায় ভাসাইতে হইবে। প্রথমেই এইটী করা আবশ্যক। প্রথমতঃই আমাদিগকে এই কার্য্যে মনোযোগী হইতে হইবে যে, আমাদের উপনিষদে, আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে যে সকল অপূর্ব্ব সত্য নিহিত আছে, তাহা ঐ সকল গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া, মঠসমূহ হইতে, অরণ্য হইতে, সম্প্রদায় বিশেষের অধিকার হইতে বাহির করিয়া সমগ্র ভারতভূমিতে ছড়াইতে হইবে—যেন ঐ সকল শাস্ত্রনিহিত মহাবাক্যের ধ্বনি উত্তর হইতে

দক্ষিণ, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম—হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত ছুটিতে থাকে। সকলকেই এই সকল শাস্ত্রনিহিত উপদেশ শুনাইতে হইবে; কারণ, শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তৎপরে নিদিধ্যাসন করা কর্ত্তব্য।

৬৪। Leader (নেতা) কি তৈরি করতে পারা যায়? লিডার জন্মায়। বুঝতে পারলে কি না? লিডারি করা আবার বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ—হাজার লোকের মন যোগান। Jealousy, Selfishness (ঈর্ষ্যা, স্বার্থপরতা) আদপে থাকবে না—তবে লিডার। প্রথম by birth (জন্মের দ্বারা) দ্বিতীয় unselfish (নিঃস্বার্থ) হওয়া, তবে লিডার।

৫। ভারতে সবাই নেতা হতে চায়, হুকুম তামিল কর্‌বার কেউ নাই। সকলেরই উচিত, হুকুম কর্‌বার আগে হুকুম তামিল কর্‌তে শেখা। আমাদের ঈর্ষ্যার অন্ত নাই। আর যতই আমরা হীনশক্তি, ততই আমরা ঈর্ষ্যাপরায়ণ। যতদিন না এই ঈর্ষ্যা দ্বেষ যায় ও নেতার আজ্ঞাবহতা হিন্দুরা শিক্ষা করে, ততদিন একটা সমাজসংহতি হতেই পারে না। ততদিন আমরা এই রকম ছোড়ভঙ্গ হয়ে থাক্‌ব, কিছুই কর্‌তে পার্‌ব না। ইউরোপের কাছ থেকে ভারতের শিখ্‌তে হবে বহিঃপ্রকৃতি জয়, আর ভারতের কাছ থেকে ইউ-রোপের শিখ্‌তে হবে, অন্তঃপ্রকৃতি জয়। তাহলে আর হিন্দু ইউরোপীয় বলে কিছু থাক্‌বে না, উভয় প্রকৃতিজয়ী এক আদর্শ মনুষ্যসমাজ গঠিত হবে।

বিবেক-বাণী।

আমরা মনুষ্যত্বের একদিক্‌, ওরা আর একদিক্‌ বিকাশ করেছে। এই দুইটীর মিলনই দরকার। মুক্তি যা আমাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, তার প্রকৃত অর্থই দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সব রকম স্বাধীনতা।

বিবিধ।

১। এ জগতে যে ত্রিবিধ দুঃখ আছে, সর্ব্ব-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, তাহা নৈসর্গিক (natural) নহে, অতএব অপনেয়।

২। আবার যাকে স্বভাব বা অদৃষ্ট বলি, তা কেবল ঈশ্বরেচ্ছা মাত্র।

৩। ভোগ হচ্ছে—লক্ষফণা সাপ, তাকে আমাদের পদদলিত করতে হবে। আমরা ভোগ

ত্যাগ করে অগ্রসর হতে লাগ্‌লাম, কিছুই না পেয়ে হয়ত আমাদের নৈরাশ্য এল; কিন্তু লেগে থাক, লেগে থাক---কখনই ছেড়ো না।

৬৪। মঙ্গল জিনিসটা সত্যের সমীপবর্ত্তী বটে, কিন্তু তবু ওটা সত্য নয়। অমঙ্গল যাতে আমাদের বিচলিত করতে না পারে, এইটে শেখবার পর আমাদের শিখ্‌তে হবে—যাতে মঙ্গল আমাদের সুখী করতে না পারে। আমাদের জান্‌তে হবে, যে আমরা মঙ্গল অমঙ্গল, দুইয়েরই বাইরে। ওদের উভয়েরই যে এক একটা স্থান নির্দ্দেশ আছে, সেটা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে; আর বুঝতে হবে যে, একটা থাক্‌লেই অপরটা থাকবেই থাক্‌বে।

৬৫। কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীকরণের নামই ধ্যান। এক বিষয়ে একাগ্র করিতে পারিলেই সে

বিবেক-বাণী।

মন যে কোন বিষয়ে হোক্ না কেন, একাগ্র করতে পারা যায়।

৬। মুখ্যা ভক্তি ও মুখ্য জ্ঞানে কোন প্রভেদ নাই। মুখ্যা ভক্তি মানে হচ্ছে—ভগবানকে প্রেম-স্বরূপে উপলব্ধি করা। মুখ্য জ্ঞানের মানে হচ্ছে—সর্ব্বত্র একত্বানুভূতি, আত্মস্বরূপের সর্ব্বত্র দর্শন।

√৭। ত্যাগই আমাদের চরিত্রের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হওয়া উচিত। কেবল ত্যাগের দ্বারাই এই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে। ত্যাগই মহাশক্তি, ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা। হিন্দুগণ, ঐ ত্যাগের পতাকা পরিত্যাগ করিও না, উহা সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধর।

সমাপ্ত।